“আমার রমাদান কেমন হবে”- ১ম পর্ব

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی وَ الۡفُرۡقَانِ ۚ فَمَنۡ شَهِدَ مِنۡکُمُ الشَّهۡرَ فَلۡیَصُمۡهُ ؕ وَ مَنۡ کَانَ ২ : ১৮৫
مَرِیۡضًا اَوۡ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیۡدُ اللّٰهُ بِکُمُ الۡیُسۡرَ وَ لَا یُرِیۡدُ بِکُمُ الۡعُسۡرَ ۫ وَ لِتُکۡمِلُوا الۡعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىکُمۡ وَ
لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ

রমাদান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।সূরা বাকারাঃ ১৮৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। তিনি রমযান মাসে সবচেয়ে বেশি দান করতেন যখন জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হত। জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হলে তিনি হয়ে উঠতেন মুক্ত বাতাসের চেয়েও দানশীল। -সহীহ বুখারী ৬; সহীহ মুসলিম, ১৮০৩

জিবরাইল আ. রমাদানের প্রতি রাতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তখন আল্লাহর রসুল সা. তাকে কোরআন পাঠ করে শোনাতেন। আল্লাহর রসুল সা.-এর সঙ্গে যখন জিবরাইল আ. দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণে প্রবাহমান বাতাসের চেয়েও বেশি দান করতেন। (বুখারি: ৩২২০)
এখানে ২টি কাজ উল্লেখযোগ্য যা রাসূল সা রমাদান এলে করতেন তা হলো—
১। কুর’আন তিলাওয়াত নিজে করতেন ও শুনতেন
২। দান করা বাড়িয়ে দিতেন

কুরআন (القرآن) শব্দের অর্থ পঠিত, তেলাওয়াতকৃত। যা সবকিছুকে শামিল করে। আর কুরআনকে ‘কুরআন’ এজন্যই বলা হয় যে, তাতে শুরু-শেষ, আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-ধমক, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উপদেশ, দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ইঙ্গিত রয়েছে। আর সেইসাথে রয়েছে আয়াতগুলির একে অপরের সাথে অনন্য সমন্বয় ও সুসামঞ্জস্য।

’তিলাওয়াত’ শব্দের অন্তত বিশটি অর্থ আছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান অর্থগুলো হোলঃ

০১। আবৃতি করা।
০২। অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করা।
০৩। আলো গ্রহণ করা।
০৪। আলো বিতরণ করা।
০৫। অনুসরণ করা।
০৬। পিছে পিছে চলা।

কুরআন তিলাওয়াত করা বলতে অন্তত এই কাজগুলো করা বুঝায়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন

عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيْعُ الْعِلْمِ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ , تَوْرَاةً حَدِيْثَةً تَفْتَحُ فِيْهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا- ‘

তোমরা কুরআনকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি বিবেকের খোরাক, প্রজ্ঞার আলোকমালা, জ্ঞানের প্রস্রবন, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক। আর আল্লাহ তাওরাতে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার উপর সর্বাধুনিক কিতাব নাযিল করেছি। যা অন্ধের দৃষ্টিকে, বধিরের শ্রবণশক্তিকে এবং অনুভূতিশূন্য বদ্ধ হৃদয়ের বোধশক্তিকে উন্মোচিত করবে’।দারেমী হা/৩৩৭০, সনদ হাসান; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১৭৩৮।

কুরআন মজিদের হক আদায়ে বলা হয়েছেঃ

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অর্থঃ "আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা তা তিলাওয়াত করে তিলাওয়াতের হক আদায় করে। আর যারা এর প্রতি কুফুরি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (আল কুরআন ২- ১২১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, বিভিন্ন হাদিসে। বিভিন্ন মুফাসসিরও কুরআন এবং হাদিসের আলোকে 'হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার' বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে 'হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার' সংক্ষিপ্ত মর্ম উল্লেখ করা হোলঃ

০১। কুরআন মজিদ সুন্দরভাবে আবৃতি করা।
০২। কুরআন মজিদ অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করা।
০৩। কুরআন মজিদের আলো গ্রহণ করা (জ্ঞানার্জন করা)।
০৪। কুরআন মজিদের আলো (জ্ঞান) যতো মানুষকে সম্ভব পৌঁছে দেয়া।
০৫। কুরআন মজিদের অনুসরণ করা।
০৬। কুরআন মজিদের পেছনে পেছনে চলা। কুরআন যেদিকে নেয়, সেদিকে যাওয়া।
০৭। কুরআন মজিদের হেফাজত করা।
০৮। কুরআন মজিদের নির্দেশিত হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করা।
০৯। কুরআন মজিদের নির্দেশিত হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা।
১০। কুরআন মজিদের আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশসমূহ যথাযথ পালন করা।
১১। কুরআন মজিদের নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা, দূরে থাকা।
১২। কুরআন মজিদে প্রদর্শিত পথকে জীবন-যাপনের পথ হিসেবে আঁকড়ে ধরা।

কুরআন অমূল্য কষ্টিপাথর

রমাদানকে ঘিরে কুরআন মাজীদের সাথে একজন মুমিনের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। কুরআনের নূরে স্নাত হয় তার দেহমন। আল্লাহ তাআলা কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্কের চিত্রায়ণ করেছেন অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায়-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। -সূরা আনফাল (০৮) : ০২

কুরআন এমন এক জিনিস যার সাথেই যুক্ত হয়েছে সেই জিনিস দামি হয়ে গেছে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ নবী হয়েছেন কুরআনের কারণে। তাঁর এতবড় শ্রেষ্ঠত্ব এই কুরআনের কারণেই।

রমাদান মাস শ্রেষ্ঠ হয়েছে, এই কুরআনের কারণে।

শবে কদরের এত মর্যাদা, এই কুরআনের কারণে।

মক্কা মদীনা দামি হয়েছে, এই কুরআনের কারণে।

অতএব এমন কষ্টিপাথর থেকে দূরে থাকাটা আমাদের জন্য কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। আল্লাহ আমাদের তাওফীক বাড়িয়ে দিন।

সুতরাং কুরআনের সঙ্গে আমাদের যার যে স্তরের সম্পর্ক আছে, তা আরও সমৃদ্ধ, গভীর ও বোধসম্পন্ন করা জরুরি। যাদের তিলাওয়াতে দুর্বলতা আছে, তাদের করণীয় হলো, তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করা। যাদের অনুবাদ রপ্ত নেই, তাদের অনুবাদ রপ্ত করা উচিত। যাদের ব্যাখ্যা জানা নেই, তাদের গ্রহণযোগ্য কোনো সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থ পড়া আবশ্যক। যাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পড়া হয়েছে, তাদের আরেকটু বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ পড়া প্রয়োজন। প্রতিটি আয়াত তাদাব্বুর তথা অর্থ-মর্ম চিন্তা করে পড়া প্রয়োজন। কুরআনের সঙ্গে নিজের জীবনের মিল-অমিলের জায়গাগুলো চিহ্নিত করে করে তিলাওয়াত করতে হবে। মোটকথা রমযান উপলক্ষে কুরআনের সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, যেন আমাদের জীবন-যাপন ও চলন-বলন সবকিছু হয়ে ওঠে কুরআনময়!

অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা

আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۙ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ .

যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসার আশাবাদী, যা কখনও লোকসান হয় না, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী। -সূরা ফাতির (৩৫) : ২৯-৩০

আমরা পৃথিবীতে যা কিছু দেখছি, আসমান, জমিন, সাগর, নদী, পাহাড়, সবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্টি-মাখলুক। শুধু একটি জিনিস আমাদের কাছে আছে, যা মাখলুক নয়। তা হলো, কুরআন, এটি আল্লাহর সিফাত। এর মধ্যে আল্লাহকে পাওয়া যাবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম এই কুরআন।

রমাদানে কুরআনুল কারীমের বেশি থেকে বেশি কদর করার জন্য এখন থেকেই উদ্যোগ নিলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দিয়ে দিবেন। একই কথা বারবার বলা হচ্ছে। আমরা এখন যদি কুরআনের কদর বাড়িয়ে দেই, আল্লাহ তাআলা সামনে এই নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দিবেন। এটাই তাঁর নীতি।

কুরআনকে আপন করতে আমরা তিনটি কাজ করতে পারি-

এক. কুরআনের জন্য অবসর হওয়া।

দুই. অবসর পেলেই কুরআন পড়া।

তিন. আসবাব (মূল মাকসাদ নয় এমন কাজগুলো) আদায়ের সময়গুলোতে তিলাওয়াত ও যিকির বাড়িয়ে দেয়া।

Sisters' Forum In Islam

নবীজী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। হাদীস ও সীরাতের কিতাবে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। নামাযে, নামাযের বাইরে, রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে সর্বাবস্থায় তিনি তিলাওয়াত করতেন।
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীজী এত দীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। (: সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮১৯, ২৮২০)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নিজে তিলাওয়াত করতেন তেমনি সাহাবীদের থেকেও তিলাওয়াত শুনতেন। একবার নবীজী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললেন, তুমি আমাকে একটু তিলাওয়াত করে শোনাও তো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে তিলাওয়াত শোনাব, আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে! নবীজী বললেন, আমার মনে চাচ্ছে, কারো থেকে একটু তিলাওয়াত শুনি! এ শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূরা নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে যখন এ আয়াত পর্যন্ত আসলেন-

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا.

]সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন (তাদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং (হে নবী), আমি তোমাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব? -সূরা নিসা (০৪) : ৪১]

এতটুকু তিলাওয়াত করার পর নবীজী বললেন, ঠিক আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবীজী থামতে বলার পর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৫৫, ৪৫৮২, ৫০৪৯)

সাহাবায়ে কেরামের ‘ইলমে কুরআন’ এত গভীর কেন?

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম ১০টি করে আয়াত হিফজ করতেন, তার উপর আমল করতেন, এরপর পরবর্তী আয়াতে যেতেন। [দেখুন, মুসনাদে আহমদ: ২৩৪৮২; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ: ২৯৯২৯]

আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. আমাকে বললেন, হে আমর, একথা কি সত্য, তুমি সারা রাত জেগে নামাজ পড়, সারা দিন রোজা রাখ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, কথা সত্য। রাসূল সা. আমাকে বললেন, তাহলে এমন করো না। রোজা রাখবে এবং রোজাহীনও থাকবে। রাতে নামাজ পড়বে আবার কিছু অংশ ঘুমাবেও। মাসে তিনটি রোজা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর মাসে একবার কুরআন খতম করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো এর চেয়ে বেশি পারি। রাসূল সা. বললেন, তাহলে বিশ দিনে এক খতম করো। আব্দুল্লাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এর চেয়ে বেশি পারি। রাসূল সা. বললেন, তাহলে তুমি দশ দিনে কুরআন খতম করো। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি সাত দিনে কুরআন খতম করো, এর চেয়ে বেশি পড়ার প্রয়োজন নেই। রাসূল সা. আরো বললেন, তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারো। অর্থাৎ এখন যৌবনে অনেক আমল করা সম্ভব হলেও বার্ধক্যে এই পরিমাণ তেলাওয়াত করা কষ্ট হবে। আমলের নিয়ম হচ্ছে, একবার কোনো আমলের রুটিন করে নিলে সারা জীবন সেভাবে আমলের চেষ্টা করতে হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, রাসূল সা. যা বলেছিলেন, তা-ই হলো, আমী এখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। এখন সাতদিনে কুরআন খতম করতে কষ্ট হয়। হায়, আমি যদি রাসূল সা.-এর কথা মেনে নিতাম, নিজের উপর এমন কঠোরতা চাপিয়ে না নিতাম। [বুখারী, মুসলিম।]

বুখারী মুসলিম সহ অন্য অনেক হাদীসের কিতাবেই এ ঘটনায় রাসূল সা.-এর এ বাণীও বর্ণিত হয়েছে, ‘তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে, তোমার অতিথি ও সাক্ষাতপ্রার্থিদেরও হক রয়েছে।’ তো এই দীর্ঘ হাদীসে পাঠক দেখতে পাচ্ছেন, রাসূল সা. প্রথমে এক মাসে কুরআন খতমের নির্দেশনা দিয়েছেন। এক মাসে তিরিশ দিন। তিরিশ দিন প্রত্যেক দিন সমান একপারা ভাগ করে নেওয়ার নির্দেশনা এ হাদীস থেকেই পরবর্তী মুসলিমরা লাভ করেছে।

হযরত আউস ইবনু হুযাইফা (মৃ. ৫৯ হি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তায়েফের ছাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল সা.-এর নিকট আসলাম। রাসূল সা. আমাদের গোত্র বানু মালেকের লোকদেরকে একটি খিমায় থাকতে দিলেন। প্রত্যেক রাতে ইশার নামাজের পর তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। দাড়িয়ে দাড়িয়ে তিনি আমাদের সাথে কথা বলতেন। একদিন আসতে অনেক দেরি করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আজ রাতে আমাদের কাছে আসতে যে আপনি দেরি করলেন? রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ, আমার কুরআনের নির্ধারিত অংশ পড়া সম্পন্ন হয়নি, তাই আমি নির্ধারিত অংশ তেলাওয়াত সম্পন্ন না করে বের হওয়া পছন্দ করিনি। আউস বলেন, আমি রাসূলের সাহাবিদের কাছে জানতে চাইলাম, আপনারা কিভাবে কুরআনকে ভাগ করেন? তারা আমাকে জানালেন, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগার, তের ও মুফাসসাল অংশ। [ইবনু মাজাহ, অনুচ্ছেদ: কত দিনে কুরআন খতম করা হবে? হাদীস নং ১৩৪৫]

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রাসূল সা.-এর যুগে কুরআনকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

১. প্রথম তিন সুরা, অর্থাৎ সুরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা।
২. সুরা মায়েদা থেকে তাওবা, পাঁচ সুরা।
৩. সুরা ইউনুস থেকে নাহল, সাত সুরা।
৪. সুরা বানী ইসরাইল থেকে ফুরকান, নয় সুরা।
৫. সুরা শুআরা থেকে ইয়াসিন, এগার সুরা।
৬. সুরা সাফফাত থেকে হুজুরাত, তের সুরা।
৭. সুরা ক্বাফ থেকে শেষ পর্যন্ত, মুফাসসালাত।

সাহাবিদের যুগে এই সাত মঞ্জিল ছিল। অবশ্য মঞ্জিল নামটি পরবর্তীদের ব্যবহার। তখন হিজব, জুয, বিরদ বা এর সমার্থক অন্য শব্দ বলা হতো। সাত দিনে কুরআন খতম করতেন অধিকাংশ সাহাবি। হাদীসে পারার সমার্থক আরবি শব্দ জুয ও হিযব শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান পারার অর্থে সেই জুয বা হিযব শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। পারা ফার্সি শব্দ, এর অর্থ টুকরো, অংশ, খণ্ড।

রাসূল সা. ও সাহাবীদের প্রতিদিন তেলাওয়াতের একটি রুটিন থাকত। সেটিকে জুয, বিরদ ও হিযব শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হতো। পরবর্তীতে সাহাবাদের যুগের শেষ দিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের (মৃত্যু ৯৫ হি.) তত্ত্বাবধানে তিরিশ পারা নির্ধারণ হয়। এ ছাড়া আরও অনেক ভাগের কথা ইতিহাসে রয়েছে।

বর্তমান আরবের মুসহাফগুলোতে তিরিশ পারার সাথে ৬০ হিযবের ভাগও রয়েছে। যুগের চাহিদা অনুসারে এমন বহু ভাগ পবিত্র কুরআনের সুরা ও পারার মাধ্যমে হয়েছে। রুকুর ধারা এই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ।

আলকুরআনুল কারীমকে বিভিন্নভাবে ভাগ করার প্রচলন রাসূল সা.-এর যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। অনারবদের মত রুকু পদ্ধতি না হলেও আরবেও নানান ভাগের চল আছে শুরু থেকেই। বর্তমান আরবের মুসহাফে হিযব পদ্ধতি আছে। তিরিশ পারায় ষাট হিজব। উপমহাদেশে হিযব নেই, কিন্তু রুবু, নিসফ ও ছালাছাতু আরবা' তথা অর্ধেক পারা, এক চতুর্থাংশ ও তিন চতুর্থাংশ-এর হিসেব বিদ্যমান।

কুরআন তিলাওয়াতকারী : যার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া কাম্য

আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلّمَهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللّيْلِ وَآنَاءَ النّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

কারো সাথেই হিংসা নয়, তবে দু'জন এর ব্যতিক্রম। প্রথমজন হল, আল্লাহ একজনকে কুরআন শেখার তাওফীক দিয়েছেন। ফলে সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তা শুনতে পেয়ে আফসোস করে বলল, হায় সে যেমন কুরআন পড়ে আমি যদি তেমন পারতাম, তাহলে তো তার মতো আমিও আমল করতাম!

অপরজন হল, আল্লাহ একজনকে সম্পদ দিয়েছেন। সেগুলো সে ন্যায়ের পথে খরচ করে। তা দেখে একজন বলল, হায় আমারও যদি তার মতো সম্পদ থাকত তাহলে আমিও তার মতো খরচ করতে পারতাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৬, ৪৭৩৮

রমজান মাসে কুরআন খতম করা কি একজন মুসলমানের জন্য জরুরী?

উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

এক:

হ্যাঁ, রমজান মাসে অধিক পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করা এবং কুরআন খতম করতে সচেষ্ট থাকা মুস্তাহাব। তবে সেটা ফরজ নয়। অর্থাৎ খতম করতে না পারলে গুনাহ হবে না। তবে অনেক সওয়াব থেকে সে ব্যক্তি বঞ্চিত হবেন।

এর দলিল হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারি (৪৬১৪) বর্ণিত হাদিস: "জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রতিবছর একবার কুরআন পাঠ পেশ করতেন। আর যে বছর তিনি মারা যান সে বছর দুইবার পেশ করেন।"

ইবনে কাছির (রহঃ) 'আল-জামে ফি গারিবিল হাদিস' গ্রন্থে (৪/৬৪) বলেন:

অর্থাৎ তিনি তাঁকে যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছে ততটুকু পাঠ করে শুনাতেন। সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে সলফে সালেহিনের আদর্শ ছিল রমজান মাসে কুরআন খতম করা। ইব্রাহিম নাখায়ি বলেন: আসওয়াদ রমজানের প্রতি দুই রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন।[আস- সিয়ার, (৪/৫১)]

কাতাদা (রহঃ) সাতদিনে একবার কুরআন খতম করতেন। রমজান মাস এলে প্রতি তিনদিনে একবার কুরআন খতম করতেন। শেষ দশ রাত্রি শুরু হলে প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন।[আস সিয়ার, (৫/২৭৬)]

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমজানের প্রতি রাত্রিতে কুরআন খতম করতেন।[নববির 'আত তিবয়ান (পৃষ্ঠা-৭৪)] তিনি বলেন: উক্তিটির সনদ সহিহ।

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলী আল-আযদি রমজানের প্রতি রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন।[তাহযিবুল কামাল (২/৯৮৩)]

রবী' বিন সুলাইমান বলেন: শাফেয়ী রমজান মাসে ষাটবার কুরআন খতম করতেন।[আস সিয়ার (১০/৩৬)]

কাসেম বিন হাফেয ইবনে আসাকির বলেন: আমার পিতা নিয়মিত জামাতে নামায ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। প্রতি শুক্রবারে কুরআন খতম করতেন। রমজান মাসে প্রতিদিন খতম করতেন।[আস সিয়ার (২০/৫৬২)]

ইমাম নববি কুরআন খতমের সংখ্যা বিষয়ক মাসয়ালার উপর টীকা লিখতে গিয়ে বলেন:

এ বিষয়ে নির্বাচিত অভিমত হচ্ছে- ব্যক্তি বিশেষের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে এ মাসয়ালার বিধানও ভিন্ন হবে। যে ব্যক্তি তার সূক্ষ্ম চিন্তা দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় উদঘাটন করতে সক্ষম সে ব্যক্তি শুধু ততটুকু পড়বেন যতটুকু পড়ে তিনি এটি ভালভাবে বুঝে নিতে পারেন।অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইলম বিতরণে অথবা দ্বীনের অন্য কোন বিশেষ দায়িত্বে অথবা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছেন তিনিও। সেক্ষেত্রে তিনি ততটুকু পড়বেন যতটুকু পড়তে তার দায়িত্ব অবহেলা না হয়। আর যদি ব্যক্তি এ শ্রেণীর কেউ না হন তাহলে তিনি যত বেশি পড়তে পারেন তত বেশি পড়বেন; তবে যেন বিরক্তি আসার পর্যায়ে না পৌঁছে। সমাপ্ত[আত তিবয়ান (পৃষ্ঠা-৭৬)]

কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন খতম করার এতো তাগিদ ও এত গুরুত্বের পরেও সেটা মুস্তাহাব পর্যায়ে। এটি জরুরী ফরজ পর্যায়ে নয়; যেটা না করলে কোন মুসলমান গুনাহগার হবেন।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: রোজাদারের উপর কুরআন খতম করা কি ফরজ?

তিনি উত্তরে বলেন: রমজান মাসে রোজাদারের জন্য কুরআন খতম করা ফরজ নয়। তবে ব্যক্তির উচিত রমজানে বেশি বেশি কুরআন পড়া। এটাই ছিল রাসূলের আদর্শ।গোটা রমজান মাসে জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কুরআন পাঠ করতেন। সমাপ্ত [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২০/৫১৬)]

আরও জানতে দেখুন 66063 ও 26327 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।

সূত্র

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

Sisters' Forum In Islam

রমজান মাসে কুরআন মুখস্থ করা উত্তম; নাকি কুরআন তেলাওয়াত করা?

উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

রমজান মাসে কুরআন তেলাওয়াত করা সবচেয়ে উত্তম ও ভাল আমল। রমজান হচ্ছে- কুরআনের মাস। আল্লাহ তাআলা বলেন: "রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

রমজান মাসে জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে পরস্পর কুরআন পাঠ করতেন।[সহিহ বুখারি (৫) ও সহিহ মুসলিম (৪২৬৮)]

ইমাম বুখারি (৪৬১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, "জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রতিবছর একবার কুরআন পেশ করতেন। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর দুইবার কুরআন পেশ করেন।"

এ হাদিস থেকে গ্রহণ করা যায় যে, রমজান মাসে অধিক হারে কুরআন তেলাওয়াত করা ও কুরআন অধ্যয়ন করা মুস্তাহাব।

আরও জানতে দেখুন (50781) নং প্রশ্নোত্তর।

এ হাদিস থেকে আরও গ্রহণ করা যায় যে, কুরআন খতম করা মুস্তাহাব। যেহেতু জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে গোটা কুরআন পেশ করতেন। দেখুন ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায (১১/৩৩১)

কুরআন মুখস্থ করা ও মুখস্থকৃত অংশ পুনঃ পুনঃ আওড়ানো পাঠ করার পর্যায়ভুক্ত; বরং পাঠ করার চেয়ে বেশি। কারণ মুখস্থ করতে গেলে বা পুনঃ পুনঃ আওড়াতে গেলে তাকেও একটি আয়াত একাধিকবার পড়তে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি হরফ পড়ার জন্য সে ব্যক্তি দশ নেকি করে পাবেন।

এ কারণে মুখস্থ করা ও পুনঃ পুনঃ আওড়ানো উত্তম।

<u>হাদিস থেকে নিম্নোক্ত বিষয়ে দলিল পাওয়া যায়:</u>

১. কুরআন মুখস্থ করার।

২. পারস্পারিক কুরআন পাঠ করার।

৩. কুরআন তেলাওয়াত করার।

পূর্বের হাদিস থেকে এ বিষয়গুলো পাওয়া যায়।

তাই গোটা মাসে অন্তত একবার হলেও কুরআন খতম করা উচিত। এরপর তার জন্য যেটা উপযুক্ত সে সেটা করতে পারে। হয়তো বেশি বেশি তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করে কুরআন খতম করবে অথবা পুনঃ পুনঃ পাঠ করবে অথবা নতুন অংশ মুখস্থ করবে। তার মনের জন্য যেটা অধিক উপযুক্ত সেটা সে করবে। হতে পারে তার মনের জন্য মুখস্থ করা উপযুক্ত হবে অথবা তেলাওয়াত করা অথবা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে- কুরআন তেলাওয়াত করা, অনুধাবন করা, এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করা।

পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত সমূহ-১ (ইহসান ইলাহী যহীর)

(১) কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতম :

‘যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ’ল উৎরুজ্জা ফলের (কমলালেবুর) ন্যায়। ফলটি সুগন্ধিযুক্ত এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হ’ল খেজুরের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই কিন্তু সুস্বাদু। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ’ল রায়হানা (লতানো) ফুলের ন্যায়। যা সুগন্ধিযুক্ত, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে হ’ল মাকাল (লতানো লেবুজাতীয় তিক্ত) ফলের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত’। বুখারী হা/৫৪২৭; মুসলিম হা/৭৯৭; মিশকাত হা/২১১৪।

(২) কুরআন তেলাওয়াতকারীর দুনিয়াবী মর্যাদা :

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তির মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে বৃদ্ধি পায়। নাফে‘ বিন আব্দুল হারিছ (রাঃ) উসফান নামক স্থানে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। ওমর (রাঃ) তাকে কর্মকর্তা হিসাবে মক্কায় নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি নাফে‘কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মক্কা ও ত্বায়েফের উপত্যকাবাসীদের জন্য কাকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছ? তিনি বললেন, ইবনু আবযাকে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ইবনু আবযা? তিনি বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের একজন। ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত করেছ?’ নাফে‘ বললেন, তিনি মহান আল্লাহর কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম, ফারায়েয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ বিচারক’। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের নবী (ছাঃ) যথার্থই বলেছেন,ই কিতাবের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং কুরআন পরিত্যাগকারীদের অবনত করেন’। মুসলিম হা/৮১৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; মিশকাত হা/২১১৫।

(৩) প্রতি হরফে দশ নেকী :

পৃথিবীর বুকে এমন কোন গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ অথবা বিশ্বকোষ নেই, যার একটি হরফ বা বর্ণ পাঠ করলে ১০টি নেকী হয়, কেবল কুরআন মাজীদ ব্যতীত। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করল তার একটি ছওয়াব হ’ল। আর একটি ছওয়াবের পরিমাণ হয় দশ গুণ। আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম (তিনটি বর্ণ মিলে) একটি হয়ফ। বরং আলিফ একটি হরফ বা বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ’। তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭; ছহীহাহ হা/৩৩২৭।

পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত সমূহ-২

(৪) একটি আয়াত তেলাওয়াতের ফযীলত :

‘তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন পসন্দ করে যে, সে প্রতিদিন সকালে মদীনার ‘বুতহান’ কিংবা মক্কার ‘আক্বীক্ব’ নামক স্থানে যাবে এবং সেখান থেকে কোন অন্যায় না করে কিংবা কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট দু’টি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অবশ্যই আমরা তা পসন্দ করি। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু’টি আয়াত শিখে অথবা তেলাওয়াত করে, যা তার জন্য দু’টি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত তেলাওয়াত করবে, সেগুলি তত উটনীর চাইতে উত্তম হবে’।মুসলিম হা/৮০৩; মিশকাত হা/২১১০।

(৫) আসমান ও যমীনে উচ্চসম্মান অর্জন :

‘কুরআন তেলাওয়াতকে তুমি আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি তোমার জন্য যমীনে আলোকবর্তিকা ও আসমানে ধনভান্ডার স্বরূপ’। ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬১; মিশকাত হা/৪৮৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪২২, ২২৩৩।

(৬) গাফেলদের তালিকা থেকে মুক্তি :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,... যে ব্যক্তি রাতে একশ’টি আয়াত তেলাওয়াত করবে, গাফেলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে’।ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১১৪২; বায়হাক্বী শো‘আব হা/২০০২; মিশকাত হা/২১৮৬;

(৭) তেলাওয়াতকারীর পাপ সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হয়

‘যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় অতঃপর পৃথক হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পাপ থেকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় দন্ডায়মান হও। কেননা তোমাদের পাপকে পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে’। আহমাদ হা/১২৪৭৬; মুসনাদ আবু ইয়া‘লা হা/৪১৪১; ছহীহুত তারগীব হা/১৫০৪।

(৮) ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ :

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,‘ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ- যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করে, তার ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ থাকবে এক জুম‘আ থেকে পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত’।মিশকাত হা/২১৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩৬।

(৯) প্রশান্তি অবতরণ

জনৈক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করছিল এবং তার পাশে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এমন সময় একখন্ড মেঘমালা তাকে আচ্ছন্ন করল এবং তার নিকটবর্তী হ’তে লাগল। তখন তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। অতঃপর সে ব্যক্তি সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন, তা ছিল আল্লাহর বিশেষ রহমত ও প্রশান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল’. বুখারী হা/৫০১১; মুসলিম হা/৭৯৫; মিশকাত হা/২১১৭।

Sisters' Forum In Islam

পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত সমূহ-৩

(১০) আল্লাহর নৈকট্য অর্জন :

আর যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেবে বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না'।মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

(১১) কুরআনের ধারক জাহান্নামে যাবে না :

কুরআনের ধারক-পাঠক জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يُّعَذِّبَ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ- 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। আর বাড়ীতে সংরক্ষিত কুরআন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা আল্লাহ ঐ অন্তরকে কখনোই শাস্তি দিবেন না, যা কুরআনের সংরক্ষক'। দারেমী হা/৩৩১৯, সনদ ছহীহ;

তিনি আরো বলেন,' যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে, সে যেন আনন্দিত হয়'।দারেমী হা/৩৩২৩, সনদ ছহীহ-হোসায়েন সালীম আসাদ।

(১২) তেলাওয়াতে সিজদার বিনিময় :

'আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়, দুর্ভাগ্য! অন্য বর্ণনায় রয়েছে হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তান সিজদার জন্য আদিষ্ট হ'ল। অতঃপর সে সিজদা করল এবং এর বিনিময়ে সে জান্নাত পেল। আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হ'ল, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হ'ল'।মুসলিম হা/৮১; মিশকাত হা/৮৯৫।

((১৩) সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের মর্যাদা লাভ :

দক্ষ তেলাওয়াতকারী ও অদক্ষ তেলাওয়াতকারীর ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন
اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ- ‘,
কুরআনে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু আটকে যায় এবং তার জন্য তেলাওয়াত কষ্টকর হয়, তবে তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে’। বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম হা/৭৯৮; মিশকাত হা/২১১২।

(১৪) কুরআন শাফা‘আতকারী :

‘তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীদের জন্য তা শাফা‘আতকারী হিসাবে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে। আর তোমরা আলোকোজ্জ্বল দুই সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা এ দু’টি ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে ছায়া দানকারী মেঘখন্ড সদৃশ ‘গামামা’ কিংবা ‘গায়ায়া’ অথবা ডানা প্রসারকারী পাখীর দু’টি ঝাঁকের ন্যায় একত্রিত হয়ে। তারা তেলাওয়াতকারীদের পক্ষে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত কর। কেননা এটি তেলাওয়াতে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জন করা আফসোসের কারণ। আর বাতিলপন্থী অলস লোকেরা এই আমল করতে সক্ষম নয়’।মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০।

(১৫) ছিয়াম ও কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন :
‘ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট শাফা‘আত করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ’তে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা‘আত কবুল কর। অন্যদিকে কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা‘আত কবুল কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের শাফা‘আত কবুল করা হবে’। বায়হাক্বী শো‘আব হা/১৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৪।

পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত সমূহ-৫

(১৬) জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ :

কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন তেলাওয়াত কর এবং উপরে উঠতে থাকো। দুনিয়ায় তুমি যেভাবে ধীরে-সুস্থে তেলাওয়াত করতে, সেভাবে তেলাওয়াত করো। কেননা তেলাওয়াতের শেষ আয়াত সংখ্যায় জান্নাতে তোমার বাসস্থান হবে’। আবুদাঊদ হা/১৪৬৪; তিরমিযী হা/২৯১৪; মিশকাত হা/২১৩৪;

(১৭) কুরআন মুখস্থ করার মর্যাদা :

পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা ও সেটা সংরক্ষিত রাখা চূড়ান্ত ধৈর্য ও সর্বোচ্চ স্মৃতিশক্তির কাজ। এই অসাধ্য সাধনকারীদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘কুরআনের হাফেয ও তেলাওয়াতকারীগণ সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অতি কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সর্বদা তেলাওয়াত করে কুরআনের হিফযকে সংরক্ষিত রাখে, সে দ্বিগুণ নেকী হাছিল করবে’।বুখারী হা/৪৯৩৭; আহমাদ হা/২৪৮৩২।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন কবর সমূহ বিদীর্ণ হয়ে সবাই পুনরুত্থিত হবে, তখন কুরআন তার পাঠকের নিকট বিপর্যস্ত এক ব্যক্তির অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? আমিই তোমাকে রজনীতে বিনিদ্র রেখেছি এবং দিবসে পরিশ্রান্ত করেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করে। আর তুমিও আজ পরকালের জন্য সম্পাদিত তোমার সকল ব্যবসার পূর্ণ মুনাফা অর্জন করবে। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব প্রদান করা হবে এবং বাম হাতে এর স্থায়িত্ব দেওয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের রাজমুকুট পরানো হবে। সেই সাথে হাফেযের পিতা-মাতাকে দুই খন্ড পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ায় ইতিপূর্বে আর কারো জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, এ পোষাক আমাদেরকে পরিধান করানো হ’ল কেন? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার প্রতিদান স্বরূপ’। ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৭৬৪; ছহীহাহ হা/২৮২৯।

(১৮) আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান :

কুরআন মাজীদের প্রকৃত বাহকের মর্যাদা সর্বাধিক। তাই হাফেযে কুরআন ও আলেমের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা আবশ্যক। যেমন আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,‘ বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম ও কুরআনের যথাযথ বাহক, যিনি তাতে সীমালঙ্ঘনকারী ও অবহেলাকারী নন, এমন ব্যক্তিকে সম্মান করা মূলতঃ আল্লাহরই প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত’. আবুদাঊদ হা/৪৮৪৩; মিশকাত হা/৪৯৭২; ছহীহুল জামে‘ হা/২১৯৯।

Sisters' Forum In Islam